চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

করোনাই কর্মহীন হয়ে পড়া চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পৌর এলাকার অটো চালকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা চাঁদমারি মাঠে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ সাদিকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত সকল মানুষ প্রধানমন্ত্রী মানবিক সহায়তার আওতায় আসবেন তিনি সকলকে ঘরে থাকতে বিশেষ ভাবে আহ্বান জানান। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাহির না হবার জন্য বলেন। এবং সকলকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরতে নির্দেশ দেন।

তিনি আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মহীন দুঃস্থ অসহায় মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এখন উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনি সমাজের সকল প্রকার বিত্তবানদের এই কার্যক্রমে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এসময় ২১০ জন ইজিবাইক পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পৌর এলাকার সর্বোমোট ২১০ জন অটো চালকদের মাঝে ১০ কেজি চাল, ০২ কেজি আলু, ০১ কেজি ডাল, ০১কেজি চিনি, ০১ কেজি ভোজ্যতেল, ০১কেজি লবণ বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কার্যক্রম আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ উপকারভোগী পরিবারের লোকজন।

মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা! একদিনে আক্রান্ত ৮১

মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৫ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন।

সোমবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৭টি। তারমধ্যে ৮১ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯১ জন, গাংনীতে ১৯৬ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন। এদের মধ্যে সদরে ১৫ জন, গাংনী ১৯ জন ও মুজিবনগর ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

হরিণাকুণ্ডুর স্বামী’র হত্যা মামলা তুলে না নেওয়ায় এক বিধবা নারীকে বাড়ি ছাড়া করার চেষ্টা

হরিণাকুণ্ডুর ভাই ভাই ক্লিনিকে অপারেশনের সময় ডাক্তারের অবহেলায় স্বামীর মৃত্যু হয়েছে মর্মে কোর্টে মামলা করার কারনে হরিণাকুন্ডু উপজেলার দখলপুর গ্রামের দুই সন্তানের জননী মৃত আঃ রহিম লিটুর স্ত্রী কয়তরী বেগম (৪২) নামে এক সদ্য বিধবা নারীকে বাড়ি ছাড়া করার চেষ্ঠা করছে একটি সন্ত্রাসী মহল।

ক্লিনিক মালিকের অর্থের বিনিময়ে ঐ সন্ত্রাসী মহল কয়তরী বেগমকে মামলা তুলে নিতে অব্যাহত ভাবে চাপ দিয়ে আসছে।
এলাকায় সরেজমিন তদন্তে জানা যায় গত ২৫জুন কয়তরী বেগম তার ৩ বছরের মেয়ে কে নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করছিল এ সময় তার চাচা শ্বশুর নুরুল ইসলাম মনু (৬৫) ও তার ছেলে রমজান আলী (৩০) ও কয়েকজন বহিরাগত সন্ত্রাসী কায়দায় মামলা তুলে নিতে কয়তরিকে চাপ প্রয়োগ করে এবং তুলে না নিলে তাকে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে হুমকী দেয়। এসময় কয়তরী বেগম আত্মরক্ষার জন্য চিৎকার চেচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুড়ে এসে তাকে রক্ষা করে। এসময় তাদের সাথে মনু এবং তার ছেলে রমজানসহ কয়েক জন সন্ত্রাসীর সাথে গ্রামবাসীদের সংঘাত সৃষ্টি হয় এতে উভয় পক্ষের কয়েক জন সামান্য যখম ও আহত হয়। আহতরা হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন বলেও জানা গেছে। এবিষয়ে উভয় পক্ষই গত ২৬জুন হরিণাকুণ্ডু থানায় একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

উল্লেখ যে, গত ২৩ এপ্রিল দখলপুর গ্রামের মৃত সদর উদ্দীনের ছেলে আঃ রহিম লিটু অ্যাপেন্ডিসাইটিসে অসুস্থ হয়ে হরিণাকুণ্ডু ভাই ভাই ক্লিনিকে অপারেশনের জন্য গেলে অপারেশন থিয়েটারে তার মৃত্যু হয়। পরে ক্লিনিক ম্যানেজার নজরুল ইসলাম, উপজেলা বেসরকারী ক্লিনিক এ্যসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কুসুম টাকার বিনিময়ে বিষয়টি মিমাংসার জন্য দেন দরবার করলেও তাতে মামলার বাদী কয়তরী বেগমকে রাজি করাতে পারেনি। সেকারনে তার চাচা শ্বশুর মনু’র কাছে কিছু টাকা দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় মামলা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

এবিষয়ে ভূক্তভোগী কয়তরী বেগম বলেন আমার স্বামীকে চিকিৎসকের অদক্ষতা বা অবহেলার কারনে হরিণাকুণ্ডু ভাই ভাই ক্লিনিক থেকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি এর বিচার চেয়ে কোর্টে ক্লিনিকের মালিক আলতাফ হোসেন, আসমত হোসেনসহ ৫ জনের নামে মামলা করি যার নং হরি পিটিশন ০৫/২০২১ । মামলাটি এখন থানায় তদন্তে রয়েছে। তিনি আরও বলেন মামলা তুলে নিতে আমার চাচা শশুর মনু ও তার ছেলেসহ বাইরের সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসে চাপ দিচ্ছে এবং না তুললে বাড়ি ছাড়া করার হুমকী দিচ্ছে, আমি এর সুষ্ঠু তদন্ত স্বাপেক্ষে বিচার চাই। একই গ্রামের আব্দুল হামিদ, ইউপি সদস্য আক্তারুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, ইনামুল ইসলামসহ আরও অনেকে বলেন বিষয়টি অমানবিক কয়তরীর স্বামীর ভিটা থেকে তাকে কেউ উচ্ছেদ করতে পারেনা আমরা লিটু হত্যা সুষ্ঠু বিচার চাই।

নুরুল ইসলাম মনুকে বাড়িতে না পাওয়ায় তার স্ত্রী’র নিকট বিষটি

জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার বাড়ি আওলা (স্বাামী) ক্লিনিক থেকে কোন টাকা পায়নি, তবে শুনেছি মামলা মিমাংশা করার জন্য নিহত লিটুর মাকে কিছু টাকা দিয়েছে। এজন্য আমার স্বামী মিমাংশা করে দিয়ার চেষ্টা করছে। মামলার অন্যান্য আসামীদের মধ্যে সেকেন্দার আলী এবং আলী হোসেন বলেন এই মামলার সাথে আমরা কোন ভাবেই জড়িত নয়। আমরা ডাক্তার, নার্স, এ্যসিস্ট, ক্লিনিকের মালিক, ম্যানেজার কিছুই নাই শুধু উদ্দেশ্য মূলক ভাবে স্থানীয় গ্রুপিং এর কারণে কিছু মানুষের ইন্ধনে পড়ে আমাদের ফাঁসানো হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।

ক্লিনিকে রুগী হত্যা মামলার বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন মামলাটি তদন্তের জন্য আমাদের এখানে এসেছে। আমরা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্ত করে কোর্টে হস্তান্তর করবো।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের হেলপারের হাত বিচ্ছিন্ন, চালক জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি বালি ভর্তি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে হেলফার খেজমত আলীর বাম হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক জিয়াউর রহমান জিয়া (৪০) গুরুতরভাবে আহত হয়।
আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত জিয়া মেহেরপুর জেলা শহরের বেড়পাড়ার আমির হোসেনের ছেলে ও হেলপার খেজমত আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-চাঁদবিল গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, কুষ্টিয়ার দিক থেকে ছেড়ে আসা একটি বালি ভর্তি ট্রাক মেহেরপুরের দিকে আসছিল। ট্রাকটি বামন্দী শহরের কাছাকাছি পৌঁছালে,বিপরীত দিক থেকে একটি গরু বোঝাই ট্রলির সাথে ধাক্কা লাগার উপক্রম হলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এসময় ওই ট্রাকের চালক ও হেলপার আহত হয়। স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসদলের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে সেখান থেকে দু’জনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে।

ডক্টর’স পয়েন্ট কনসালটেশন সেন্টারের উপদেষ্টা নিয়োগ

মেহেরপুর জেলার প্রথম সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ডক্টর’স পয়েন্ট কনসালটেশন সেন্টার এর সার্বিক উন্নয়নে পরামর্শ, সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য দুই জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। উপদেষ্টারা হলেন- মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট লেখক, গবেষক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু এবং মেহেরেপুর জেলা প্রেস ক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

উপদেষ্টা দুজনকে কে (অবৈতনিক) হিসেবে ২(দুই) বছরের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উপদেষ্টাদ্বয় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সমমর্যাদা সম্পন্ন হবেন। তারা দায়িত্ব পালনকালে ডক্টর’স পয়েন্ট কনসালটেশন সেন্টারের স্বাস্থ্যসেবা সমূহ অত্র অঞ্চলের মানুষের চাহিদা উপযোগী ও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

মুজিবনগরে লকডাউন বাস্তবায়নে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোষ্ট

মেহেরপুর জেলাব্যাপী লকডাউন কার্যকর করতে মুজিবনগরে দিনব্যাপী চেকপোষ্ট স্থাপন করেছে জেলা ট্রাফিক পুলিশ।

সোমবার সকাল থেকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ চেকপোষ্ট স্থাপন করা হয়। এ সময় দুপুর ১২ টা প্রযন্ত রেজিষ্ট্রেশনবিহিন ৫ টি গাড়ি আটক করা হয় এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় ৩ টি গাড়িতে মামলা দেওয়া হয় চেকপোষ্ট এর নেতৃত্ব দেন টিএসআই সুলতান।

এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে লকডাউন বাস্তবায়নে অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান পরিচালনাকালে মাস্ক ছাড়া কেউ বাড়ীর বাহিরে না যাওয়ার আহবান জানানো হয়। এসময় দোকানে বসে আড্ডা দেয়া বা ঘোরাঘুরি করা যাবে না বলে সতর্ক করেন পুলিশ সদস্যরা ।

ফলোআপ:: গাংনীতে শিশু আবির হত্যা ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতে নিহত আবির হোসেনের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদের নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলার এজাহার

নামীয় দু’জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নিহতের মা। মামলা নং ২৩ তাং ২৭.০৬.২০২১ ইং। মামলার এজাহার নামীয় দুজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মেহেরপুর আদালতে নেয়া হবে সেখানে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেবেন। আসামীদের বয়স ১৪ ও ১৫ বছর হওয়ায় সম্ভবত তাদের সংশোধনাগারে রাখা হতে পারে। এদিকে নিহত শিশু আবিরের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে তার পিতার গ্রাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য : শনিবার বিকালে আবির হোসেনকে ডেকে নিয়ে যায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদ। সন্ধ্যায় আবিরের পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসাদুল হকের কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তারা। মুক্তিপণ না দেওয়ায় আবির হোসেনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন হামিম ও মুজাহিদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে লাশের সন্ধান দিলে রাত ১২ টায় মিনাপাড়া-মানিকদিয়া মাঠের একটি পাটক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

দামুড়হুদা উপজেলায় ৩৭৫ জনের মাঝে খাদ্যসহায়তা বিতরণ করলেন উপজেলা প্রশাসন

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনে কর্মহীন ৩৭৫জন মটর শ্রমিকের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন। রবিবার বেলা ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক চুয়াডাঙ্গার নির্দেশে ও ২৫৭ জন মটর শ্রমিকের মাঝে খাদ্যসহায়তা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

আরও উপস্থিত ছিলে দামুুড়হুদা উপজেলাা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ। জেলা পরিষদের সদস্য শফিকুল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টনসহ স্থানীয় রাজনৈতি ও সামাজিক নেতৃবৃন্দর অনেকে।

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন ধরণের পরিবহণ শ্রমিক, সেলুন কর্মী, স্বর্ণকার কর্মী, সাইকেল মেকার, কাঠ মিস্ত্রী, দোকান কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৩৭৫ জন ব্যক্তিকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় আগত মটর শ্রমিকদের মাঝে উক্ত খাদ্য সহায়তা

প্রদানের এসময়, উপস্থিত অতিথিরা বলেন করোনাভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষকে এই সংক্রামনের হাত থেকে বাঁচাতেই লকডাউনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে জেলা প্রশাসন। জীবনের মূল্যে অনেক বেশী, আপনারা স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবেন, নিজে এবং নিজের পরিবারসহ সমাজকে বাঁচাতে সকল সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন। দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন। সকল শ্রেনী পেশার কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত ভাবে থাকবে

ঝিনাইদহে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২০০ ইজিবাইক চালক পেলেন প্রধানমন্ত্রীর উপহার

ঝিনাইদহে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২০০ ইজিবাইক চালকদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ১০ কেজি চাউল ও ৫০০ টাকা উপহার দেওয়া হয়েছে।

রবিবার বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপহার সামগ্রী তুলে দেন ইজিবাইক চালকদের হাতে।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মজিবর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ মুনতাসিরুল ইসলাম,

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র জনাব আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব সেলিম রেজা পিএএ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এসএম শাহীন সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণমাধ্যম কর্মীরা।

অসহায় ভ্যান চালকের পাশে দাঁড়ালো ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক

ঝিনাইদহে অসহায় ভ্যান চালক আশাদুল হককে ২০ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করলেন জেলা প্রশাসক জনাব মো: মজিবর রহমান।

রবিবার সকালের দিকে জেলা প্রশাসক কার্যলয় প্রাঙ্গণে আশাদুলের নিকট ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা চেক তুলে দেন জেলা প্রশাসক। ঝিনাইদহহের কোটচাঁদপুর উপজেলা দোড়া ইউনিয়নের পাচলিয়া গ্রামের মো: জুমার আলীর ছেলে মো: আশাদুল হক।

পেশায় ছিলেন ভ্যান চালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। এক বছর আগে তার পায়ে ক্ষত দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তা এখন বড় আকার ধারণ করেছে। তার দুটো পা-ই কেটে বাদ দিতে হবে।

ডাক্তার দেখাবেন, ওষুধ খাবেন সে টাকা পয়সাও নেই। অবশেষে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমানের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন করেন তিনি।

জেলা প্রশাসক মহোদয় তাকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মুনতাসিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা পিএএ।